মিডিয়া, সরকার
ও
এনজিওদের সঙ্গে
যোগসূত্র

আগের বছরের তুলনায় এ বছর তথ্য কেন্দ্রটির সঙ্গে গণমাধ্যম, সরকার ও বিভিন্ন অংশীদার সং গোষ্ঠীর ব্যাপক যোগাযোগ ঘটে। এর ওয়েবসাইট বার বার হালনাগাদ করা হয় এবং গ্রন্থ নেটওয়ার্ককে আরো কার্যকরী করার লক্ষ্যে সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় অব্যাহত থাকে। ফলে একা যেমন জাতিসংঘ সম্পর্কিত তথ্যাদির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে তেমনি তথ্য কেন্দ্রের প্রভাব বৃদ্ধি প অন্যদিকে তথ্য প্রবাহের সামগ্রিক পরিবেশ আরো উন্নত হয়।

এরই ফলশ্রুতিতে জাতীয় দৈনিকগুলোতে তথ্য কেন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত শুধু প্রেস বিজ্ঞপ্তিগুলো স্থান পা অন্যান্য জাতিসংঘ ব্যক্তিত্বসহ তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তার অনেক প্রবন্ধ ও প্রতিবেদনও গুরুত্বের প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত জাতিসংঘ ব্যক্তিত্ব সার্জিও ভিয়েরা ডি মেলোর প্রবন্ধ 'স রাষ্ট্রগুলোই কেবল জাতিসংঘকে কার্যকরী করতে পারে' (Only States Can Make the UN W এবং তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তার রচিত আন্তর্জাতিক শান্তি, মানাবাধিকার ও বিশ্ব এইডস দিবস উপ ফিচারগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী ও তথ্য কে কর্মকর্তার তৎপরতা সম্পর্কিত বিশেষ সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বে ও টেলিভিশনেও সম্প্রচার করা হয়। দুটি ভিন্ন আঙ্গিকে লেখা মিঠা পানি সংক্রান্ত দুটি ফিচার–এ আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ এবং অপরটি দুদল শিশুর মধ্যে বিতর্ক বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন কিছুদিন নিয়মিতভাবে প্রচার করে।

বস্তুত প্রেস ব্রিফিং ও মিডিয়া সফরের ব্যবস্থা ও মাসিক নিউজলেটারসহ তথ্য সামগ্রী নিয়মিত সরবরাহ করায় গণমাধ্যমগুলোর সঙ্গে তথ্য কেন্দ্রের সম্পর্ক নিবিড় হয়। অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে তথ্য সমাজ সম্পর্কিত শীর্ষ সম্মেলনের তথ্যাদি গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এনজিওদেরও নিউজ লেটারসহ অন্যান্য তথ্য উপকরণ নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন তৎপরতায় সরকারের মন্ত্রী ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও এন প্রতিনিধিদের সংশ্লিষ্ট রাখার প্রয়াস তথ্য কেন্দ্রের সঙ্গে সরকার ও এনজিওদের যোগসূত্র আরো করে। সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের তুলনায় স্বাভাবিকভাবেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তথ্য কে ঘনিষ্ঠতা ও যোগাযোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

cieZx wk‡ivbv‡gi Rb¨ wKK Ki“b